বিদ্যালয়ের ইতিহাস

মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ
সহকারী শিক্ষক

সুদীর্ঘ পচাঁত্তর বছরের ঐতিহ্য ও গৌরব স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকের যে বিশাল প্রাসাদতুল্য ভবণ ও সুসজ্জিত প্রতিষ্ঠানটি একদিনে বা দু'এক বছরে গড়ে উঠেনি। এ পর্যন্ত আসতে সাত-সাতটি দশক অতিক্রম করতে হয়েছে এবং এর পিছনে শত শত মানুষের সুচিন্তিত মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রম কাজ করেছে। যার সুফল স্বরূপ আমরা খুলনাবাসী পেয়েছি ঐতিহ্যবাহী সেন্ট জোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়।

এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল রূপকার ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহামান্য বিশপ MOST. REV. MGR. V. SCUDERI S.C. ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাগুলি কৃষ্ণনগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ মহান জ্ঞানতাপস ১৯৩৬ সালে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব REV. Fr. E POLETO S. C. D. D কে খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিলে তিনি খুলনার রামপাল থানার অন্তর্ভুক্ত মালগাজি গ্রামে সাধু ডনবসকোর নামে ডন বসকো M E বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্যালেশিয়ান সম্প্রদায়ের মিশনারিগণ এ বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

বিদ্যালয়টি ছিল ইংলিশ মিডিয়াম বয়েজ স্কুল। শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সমাজকে সুশিক্ষিত করে উন্নত সমাজ গঠনের সাথে সাথে খ্রিস্টধর্ম সম্প্রসারণ ও এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকজনের মধ্যে শিক্ষার প্রতি কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত না হওয়ায় বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের প্রতি লোক সমাজের মধ্যে কোন অনুরাগ বা আকর্ষণ না থাকায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি বিষয়টি মহামান্য বিশপকে জানালে খুলনা নগরীর প্রাণ কেন্দ্রে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দেন। বিশপ মহোদয়ের পরামর্শে তিনি ডন বসকো M E বিদ্যালয়ের পরিবর্তে খুলনা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে আহসান আহমেদ রোড পুরাতন সারদা বাবু রোড ও বাবু খান রোড এর মাঝে একটি বাংলা মিডিয়াম বয়েজ স্কুল প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। বিশপের স্বপ্ন ছিল সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার করা। আর এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয় SAINT JOSEPH'S SCHOOL.

REV. Fr. E POLETO S. C. D. D নিজেই ১৯৩৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর সাতজন শিক্ষক ও চল্লিশ জন ছাত্র নিয়ে ০৬/০১/১৯৪০ সালে যাত্রা শুরু হয়। এবার তিনি সাধু জোসেফের স্মরণে বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন SAINT JOSEPH'S SCHOOL. প্রথম বছরে প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত চালু হয়। যে সাত জন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু হয় তাঁদের নাম নিম্নরূপ:

১। জগেন্দ্রনাথ সরকার (সহকারী প্রধান শিক্ষক)
২। মোঃ আব্দুল আলী
৩। কিরণ রায়
৪। রসিক বিশ্বাস
৫। বজলুর রহমান
৬। মোঃ নুজুরাল হক
৭। দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১৯৪১ সালে ৭ম শ্রেণি চালু হয়। ১৯৪২ সালে অষ্টম শ্রেণি চালু হয়। খুব ছোট ছোট কক্ষ বিশিষ্ট একটি একতলা ভবনে সর্ব প্রথম ক্লাশ শুরু হয়। পাশে একটি টিনের ঘরও ছিল। ৭ম শ্রেণি চালু হলে টিনের ঘরের পশ্চিম পাশে দুটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। অষ্টম শ্রেণি চালু হলে টিনের ঘরের পূর্ব দিকে আরো দুটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরই সরকার কর্তৃক বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানানো হয়। তৎকালীন ইন্সপেক্টর অব স্কুল মোঃ গোলাম হোসাইন S D I O ১২/০৮/১৯৪০ সালে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। এ সময় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল সাত জন। সেক্রেটারি ছিলেন REV. Fr. B. HUMBERT S.C. D. D.

০১/০২/১৯৪১ সালে জনাব সাকাউদ্দীন আহমেদ এম জি টি (স্কাউট শিক্ষক) অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষকের অন্যত্র বদলী হওয়ায় দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক হিসেবে ১৯৪২ সালে যোগদান করেন REV. Fr. JHON SCHILDER S. C. D. D. তিনি ছিলেন MILITARY CAPTAIN. তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। তাঁকে অধিকাংশ সময় যশোরে থাকতে হত। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে তিনি অন্যত্র বদলী হন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪২ সালেই সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সহকারী প্রধান শিক্ষক। ১/১/১৯৪৩ সালে নবম শ্রেণি চালু হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। ১৯৪৩ সালের ২৪ জুলাই প্রেসিডেন্সি বিভাগের তৎকালীন ইন্সপেক্টর বাহাদুর স্কুল পরিদর্শন করেন। ২৫/১১/১৯৪৩ সালে অত্র বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে।

দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষকের বদলি হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে একই সালে তৃতীয় প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন REV Fr. D. J WOLLASTON S. C. S. T. D. PH. L । এ সময় বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন REV. Fr. U. BIANCHI. S C. তৃতীয় প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের প্রকৃত ঐতিহ্যের ভিত স্থাপন করেছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃংঙ্খলার আমুল পরিবর্তন ঘটান। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র, পরিচালনা পরিষদ তথা নগরবাসীর মধ্যে নতুন এক আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সচেতন অভিভাবকগণ খুঁজে পান তাদের সন্তানের জন্য বিশ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিজেদের সন্তানদেরকে তারা শিক্ষাদানের জন্য অত্র বিদ্যালয়টি বেছে নেন। ফলে ক্রমান্বয়েই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। ১৯৪৪ সালে দশম শ্রেণি চালু হয়। এভাবে পাঁচ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্কুলটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। SAINT JOSEPH'S SCHOOL এর পরিবর্তে অতঃপর নামকরণ হল SAINT JOSEPH'S HIGH SCHOOL, KHULNA.

১৯৪৫ সনে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৮জন ছাত্রের মধ্যে ৪জন ছাত্র কৃতকার্য হয়। ১৯৪৬ সালে ১৭ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং ১৫ জন ছাত্র কৃতিত্বের সাথে কৃতকার্য হয়। একটি নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। **(বিঃ দ্রঃ** RESULT AT A GLANCE এর মধ্যে ১৯৪৫-২০১৫ সাল পর্যন্ত সাল অনুযায়ী বোর্ড পরীক্ষায় পাশের হার ও মেধা তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।) এ গৌরব অবশ্যই প্রকাশের বিষয়। কৃষ্ণনগরের মহামান্য বিশপের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারিজ সাফল্য অবশ্যই নগরবাসীকে জানাতে হবে। সম্মানিত অভিভাবকমণ্ডলীকে অবশ্যই আশ্বস্ত করতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে আমরাই উপযুক্ত কর্ণধার। আমাদের সেবায় সাফল্য এসেছে। আর এ লক্ষ্যেই সর্ব প্রথম ১৯৪৫ সালে 'OUR TORCH' নামে স্কুল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করে। যা বর্তমানে 'জ্যোতি' নামে পরিচিত। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পূর্বদিকে ভবনের কক্ষও বাড়তে থাকে। এ সময় কিছু কীর্তিমান শিক্ষক যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজয়কৃষ্ণ সেন, নৃপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, মোক্ষদা প্রসাদ বসু, সতীশ চন্দ্র দত্ত, কমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমূখ। কিন্তু বছরের শুরুতেই বীরেন্দ্রা কুমার চক্রবর্তী ও শেষের দিকে পৃথ্বিশ চন্দ্র নিয়োগী অন্যত্র চলে যান।

বিভীষিকাময়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে গোটা বিশ্বের মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলির মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়। এ সময় ভারতবর্ষও পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত হতে বদ্ধ পরিকর। ফলে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। আমাদের বাংলাদেশ সে সময়ের পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহাতাণ্ডব ও ভারতবর্ষ বিভক্তির চরম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ০১/০১/১৯৪৮ সালে জনাব ফজলুল করিম ও শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ন্যায় দক্ষ শিক্ষকের যোগদানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা আরো গতিশীল হয়।

REV Fr. D. J WOLLASTON ছিলেন প্রগতিশীল, সংস্কৃতমনা ও বাস্তববাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন পুঁথিগত বিদ্যাই সর্বস্ব নয় বরং মেধা বিকাশ ও সুস্থ শরীর গঠনের জন্য সহ কার্যক্রমও প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তাঁরই উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে খুলনায় সর্বপ্রথম আমাদের স্কুলে 'SCOUT GROUP' চালু হয়। পরবর্তীতে অত্র বিদ্যালয়ের স্কাউটদল প্রথম 'খুলনা স্কাউটদল' নামে অভিহিত হয়। ১৯৪৯ সালে অত্র বিদ্যালয়ের স্কাউটদল টিকিট করে আমাদের বিদ্যালয়ের মাঠে স্কাউট ডিসপ্লে দেখিয়ে খ্যাতি অর্জন করে। এ সময় সুবোধ চন্দ্র সুর (SCOUT WOOD BADGER) বিদ্যালয়ের স্কাউট শিক্ষক ছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিদ্যালয়ের স্কাউটদল বিভিন্ন স্থানে কুচকাওয়াজ, পি টি, ডিসপ্লে, ক্যাম্পিং ও প্রতিযোগিতায় সুনামের সঙ্গে তাদের গৌরব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি অত্র বিদ্যালয়ের স্কাউটদল পাকিস্তানের লাহোর ও ১৯৭৭ সালে থাইল্যান্ডে জাম্বুরিতে অংশ গ্রহণের কৃতিত্বও অর্জন করে। ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ের তৃতীয় সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমল কুমার ভট্টাচার্য যোগদান করেন এবং তিনি স্কাউটদলকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন।

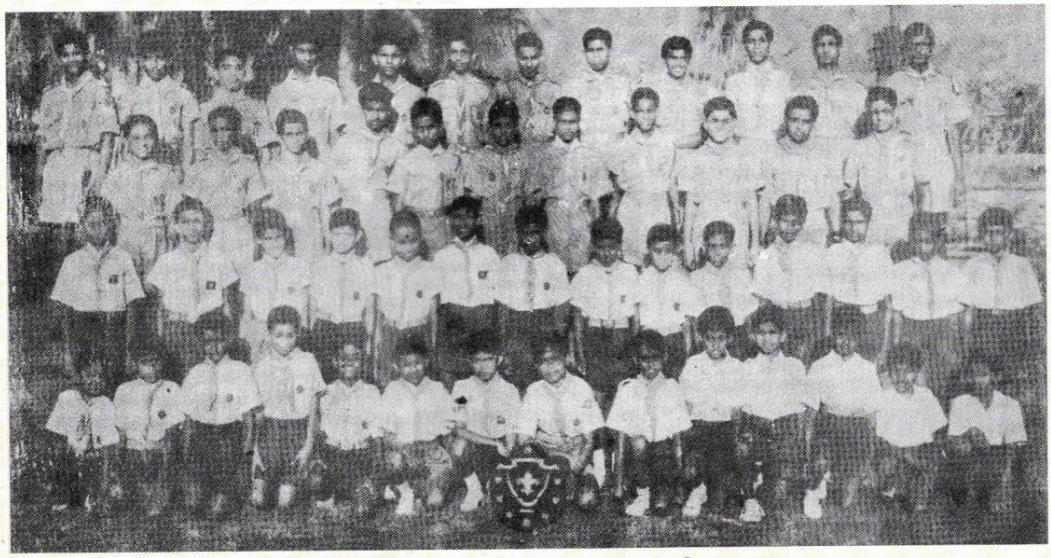

সেন্ট জোসেফ্স স্কুলের 'স্কাউট ও কাব' দল। ছবি-১৯৬৫ সাল

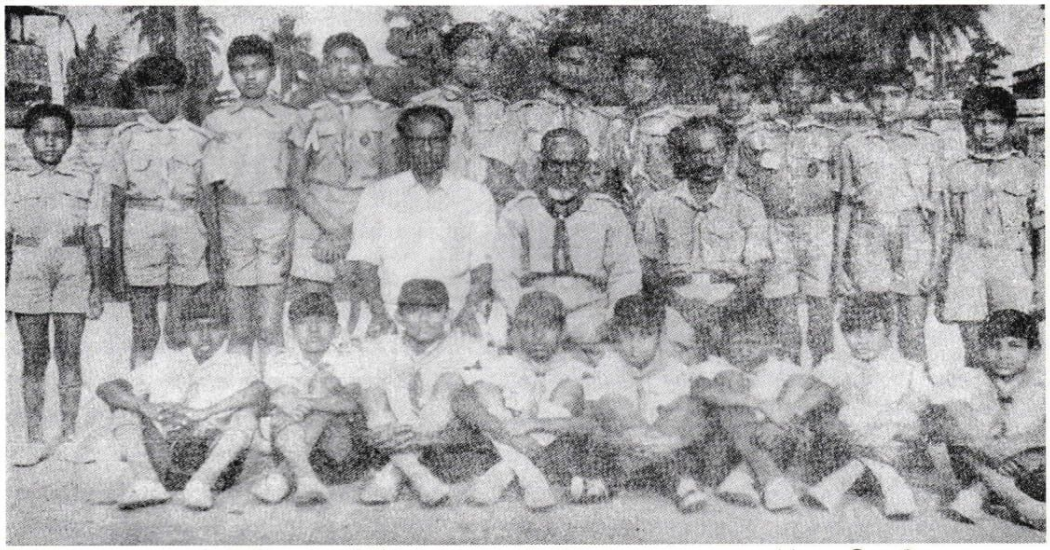

সেন্ট জোসেফ্‌সের আর এক গর্ব 'স্কাউট' ও 'কাব' ছাত্রদের সাথে ওদের স্কাউট ও ক্রীড়া শিক্ষক
(বামদিক থেকে মধ্য সারিতে) শ্রী গুরুপদ মণ্ডল, জনাব ছাকাউদ্দিন আহম্মদ ও আজিম সাহেব। ছবি-১৯৭৩ সাল

মৌচাকে অনুষ্ঠিত 'জাম্বুরিতে' সেন্ট জোসেফ্‌সের স্কাউট দল ও ছাকাউদ্দিন আহমেদ (স্কাউট শিক্ষক)
জি এম শহিদুল ইসলাম (ক্রীড়া শিক্ষক) - ছবি- ১৯৮১ সাল

আমাদের কাব ও স্কাউট দলের সাথে চেয়ার উপবিষ্ট (বাম দিকে থেকে) জনাব আজিমুদ্দিন আহমেদ, এ জি মল্লিক (প্রধান শিক্ষক)
মোঃ একরামুল হক এবং গাজী মোঃ শহীদুল ইসলাম একটি দুর্লভ মুহূর্তে আমরা সবাইকে ছবি বন্দী করেছি। - ছবি- ১৯৯৩ সাল

ভারতবর্ষ বিভক্তিতে আমাদের বিদ্যালয়ের উপর সাময়িকভাবে প্রভাব পড়ে। শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে শুরু হয় স্থানান্তরিত হওয়ার পালা। পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হলেন অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজয়কৃষ্ণ সেন, মনোরঞ্জন মুখার্জী, মোক্ষদা প্রসাদ বসু, নৃপেন্দ্র কুমার দেবনাথ, নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, সতীশচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এ সময় শিক্ষা কার্যক্রমও চলে আসে 'EAST PAKISTAN SECONDARY EDUCATION BOARD- DHAKA' এর অধীনে। অন্যদিকে ১৯৫১ সালের প্রথমেই REV Fr. D. J WOLLASTON ও বদলী হয়ে যান ভারতে। ১৯৫১ সালেই ৪র্থ প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন REV Fr. G. N DENEAULT. তিনি শিক্ষক সংকট দূর করার জন্য ০১/০৩/১৯৫১ সালে বাবু নিত্যলাল গোলদারকে এবং ০২/০৩/১৯৫২ সালে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান-কে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। এ দুজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের আগমনে বিদ্যালয়ের পাঠদান আরো গতিশীল হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নতুন আশার সঞ্চার হয়।

১৯৫২ সালে জেভিরিয়ান সম্প্রদায়ের MOST. REV. BISHOP DANTE BATTALARIN S. X বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের প্রথমেই REV Fr. G. N DENEAULT দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্থলে স্থলাভিষিক্ত হন অত্র বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ REV Fr. A. G. BRUNO S. X. তিনি ১৯৫৩ সালে পঞ্চম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিদ্যালয় পরিচালনায় তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাঁর দূরদর্শিতায় বিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, অবকাঠামোগতসহ সকল দিকে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যালয়ের বর্তমান যে চার তলা ভবন তাঁরই রক্ত ঘাম মিশ্রণের ফসল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সুখ্যাতির কথা খুলনাবাসীসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের সন্তানের ন্যায় তিনি অত্র বিদ্যালয়কে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি ১৯৫৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দু বছরের জন্য নিজ দেশ ইতালিতে ফিরে যান। তখন বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন REV. Fr. PELIZZO DLIT. বিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তাঁর সময়ই বিদ্যালয়ের ৪র্থ সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন জোসেফ বিকাশ বিশ্বাস। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তিনিও আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

১৯৫৭ সাল থেকে দুজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ চালু ছিলো। তাই মুরারী কৃষ্ণ দেবনাথ পঞ্চম সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। দুবছর পর ১৯৫৯ সালে REV Fr. A. G. BRUNO S. X ৭ম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আটশত তে দাড়িয়েছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরা প্রতি বছরই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকে। পাশের হার দাড়ায় ৯০% থেকে আরো বেশি। পরীক্ষার্থীরা বোর্ড এর মেধা তালিকায় নিজেদের স্থান করে নিতে থাকে। STAR ও LETTER এর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে বিদ্যলয়ের ঐতিহ্য ও গৌরবের ইতিহাস সৃষ্টি করতে থাকে। ০১/০২/১৯৫৭ সালে ষষ্ঠ সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এ এফ এম আজহারুল হক। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত অনেক শিক্ষক যোগদান করেছিলেন। আবার অনেকে চাকুরী পরিবর্তন করে অন্যত্র চলেও গিয়েছিলেন। অত্র বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও গৌরবে সকলেরই কম বেশি অবদান রয়েছে। তাঁরা হলেন-অমূল্য রতন ঢালী, সুশীল কুমার সরকার, সুধীর চন্দ্র লাহিড়ী, স্কাউট মাস্টার জিল্লুর রহমান। গুরুপদ মন্ডল, তারাপদ বিশ্বাস, শেখ জাহির আলি, কালিপদ গাইন, কল্যাণ কুমার রায় চৌধুরী, পরিমল চন্দ্র গোলদার, আব্দুস সেলিম, মহিউদ্দিন আহমেদ গোরা, নিরাপদ দাশ, মহিবুল্লাহ, অমিয় গাব্রিয়েল মল্লিক, পরেশ চন্দ্র রায়, আশরাফ হোসেন, রফিকুর রহমান, নগেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ। ১৯৬৩-১৯৭০ সালের পরে আরো কয়েক জন শিক্ষক যোগদান করেন। তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রনাথ রায়, পরিমল রঞ্জন দাস, মোঃ হাবিবুর রহমান, এস এম রফিকুল আলম মানিক, আব্দুল জব্বার খান, নৃপেন্দ্র কুমার দেবনাথ, অজিত কুমার সাহা। ফাদার এ জি ব্রুনোর সহযোগিতায় তিনি প্রথম অত্র বিদ্যালয়ে পঞ্চাশজন ছাত্র নিয়ে বাণিজ্য বিভাগের ক্লাশ চালু করেন। রতন কুমার রায়, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, হিমাংশু কীর্ত্তনীয়া, জনাব ওয়ালিউর রহমান, মাওলানা খেলাফত হোসেন, এস এম মনজিলুর রহমান, দুলাল কৃষ্ণ দাস, কালি কিংকর সাহা, গাব্রিয়েল হাওলাদার, সমরেন্দ্রনাথ ফৌজদার, জলধর সরকার, আজিম উদ্দীন আহমেদসহ আরো অনেকে। এর মধ্যে চলেও গিয়েছিলেন অনেকে। ১৯৬৩ সালে অত্র বিদ্যালয় SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD JESSORE এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬৮-১৯৬৯ সালে Fr. A. G. BRUNO S. X ছুটিতে দেশে যান। সে স্থানে অষ্টম প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন REV. Fr. ORLANDO। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, সদালাপী, চিন্তাশীল ও মানব দরদী ব্যক্তিত্ব। তিনি নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে Fr. A. G. BRUNO S. X পুরনায় দেশে ফিরে এলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবার তিনি নবম প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে নিজের বিদ্যালয়কে সামগ্রিক দিক দিয়ে সাজিয়েছিলেন মনের মত করে। বিদ্যালয়ের প্রতি ফাদার ব্রুনোর অবদান লিখে বা বলে শেষ করা যাবে না। ষাট এর দশক ছিল গৌরব ও ঐতিহ্যের স্বাক্ষী। এস এস সি, জুনিয়র ও প্রাইমারি স্কলারশীপ পরীক্ষা, খেলাধূলা, স্কাউটসহ সকল ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে।

১৯৭১ এক বিরাট পরিবর্তনের বছর। স্বাধীনতার জন্য শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এলোমেলো হয়ে যায় সব কিছু। এ সালেই অত্র বিদ্যালয়ের তৃতীয় সভাপতি হয়ে আসেন সর্বপ্রথম বাঙালি বিশপ-MOST REV. BISHOP MICHEL ATUL D ROZARIO C. S. C. D. D। প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। ১৮/০১/১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম বাঙালি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন MR. AUMIO GABRIEL MOLLICK. তিনি ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের দশম প্রধান শিক্ষক।

ফাদার এ জি ব্রুনো ১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিনের প্রিয় পেশা শিক্ষকতা থেকে স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ করেন। মিঃ অমিয় গাব্রিয়েল মল্লিক ছিলেন তাঁর রেখে যাওয়া ঐতিহ্যের সুযোগ্য পতাকাবাহী ও উত্তরসূরী। বিশেষ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির জন্য ছিল এক দুর্বিসহ অধ্যায়। এ সালের প্রথমাংশে অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, লুটতরাজ, নারকীয় বিভীষিকাময় অবস্থা চলতে থাকে। এ সকল অস্থিরতার জন্য বিদ্যালয়ের শৃংখলা ও পাঠদান কার্যক্রম বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সব কিছু সামলে নিয়ে তখনকার প্রধান শিক্ষক মি. এ জি মল্লিকের নেতৃত্বে সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়ে পুনরায় পূর্বের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। এ সময় শিক্ষক হিসেবে নিষ্ঠার সাথে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছিলেন, খুলনাবাসী তথা জোসেফিয়ান ও মিশনারি কর্তৃপক্ষগণ তাদের এ অবদান কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন। সে সময় তাঁরা কান্ডারী হিসেবে দায়িত্ব পালন না করলে বিদ্যালয়ের এ ঐতিহ্য ও গৌরব হয়ত বা ম্লান হয়ে যেতে পারত। এ সময় পর্যায়ক্রমে যাঁরা শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন জনাব মোঃ একরামুল হক, অশোক কুমার মন্ডল, মিঃ যোয়াকিম সরকার, জনাব আয়ুব আলী, গুরুদাস রায়, প্রেমচাঁদ সরকার, জ্যোতিন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মল্লিক চন্দ্র দত্ত, জনাব আব্দুল হাকিম, জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, নারায়ন চন্দ্র রায়, মিঃ অজিত কুমার অধিকারী (আলবার্ট), মাওলানা আব্দুস ছাত্তার, জনাব জি এম শহিদুল ইসলাম, মিঃ এনথনি সুশীল ফলিয়াসহ আরো অনেকে। সেবাইতরূপে কর্মরত ছিলেন সুনীল বিশ্বাস, জন পান্ডে, ও বিদ্যালয়ের অতন্দ্র প্রহরী আব্দুল মতলেব। যিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে সকলের মন জয় করেছিলেন। তাই সকলে শ্রদ্ধাভরে তাকে মতলেব ভাই বলে ডাকত। তিনি বিদ্যালয়ে সূচনালগ্ন থেকে কাজ শুরু করেন এবং ০৫/০৮/১৯৭২ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। আমরা তার আত্মার ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতোমধ্যে অনেক সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী অবসর গ্রহণ করেন। অনেকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষক নৃপেন্দ্র কুমার দেবনাথ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে নর পিশাচদের গুলিতে প্রাণ হারান।

সকল চড়াই উৎরাই উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। প্রায় প্রত্যেক বছরই অত্র বিদ্যালয়ের ভাল রেজাল্টের জন্য বোর্ডের শ্রেষ্ঠতম দশ এর মধ্যে থাকত। এ গৌরব বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের। এমনিভাবে জুনিয়র ও প্রাইমারি স্কলারশীপ পরীক্ষার ফলাফল তথা খেলাধূলা, স্কাউট, ডিবেডিং সহ যে কোন প্রতিযোগিতায় সেন্ট জোসেফস উচ্চ বিদ্যালয় খুলনা, ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেন্ট জোসেফ্সের স্কাউট ও কাবেরা জেলা সমাবেশ, আঞ্চলিক সমাবেশ, কাব ক্যাম্পুরি ও জাম্বুরিতে ছিল জাতীয় মর্যাদার অধিকারী। এ্যাথলেট হিসেবেও এ সময় অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যথেষ্ট গৌরব ছিল। সত্তর এর দশকে অত্র বিদ্যালয়ে রেডক্রস ইউনিটও চালু ছিল।

১৯৭৫ সালে সপ্তম সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিত্যলাল গোলদার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এ জন্য তাঁকে ক্ষুদে বিজ্ঞানী বলা হত। নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক এ এফ এম আজহারুল হক। তাঁর কর্তব্য পরায়ণতা, দৃঢ়চিত্ততা, সময়ানুবর্তিতা তৎকালীন ও বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ তথা জোসেফিয়ানদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও গৌরব অর্জনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এ মহান শিক্ষক ২০/০৮/১৯৮২ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। আমরা সকলে তার আত্মার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

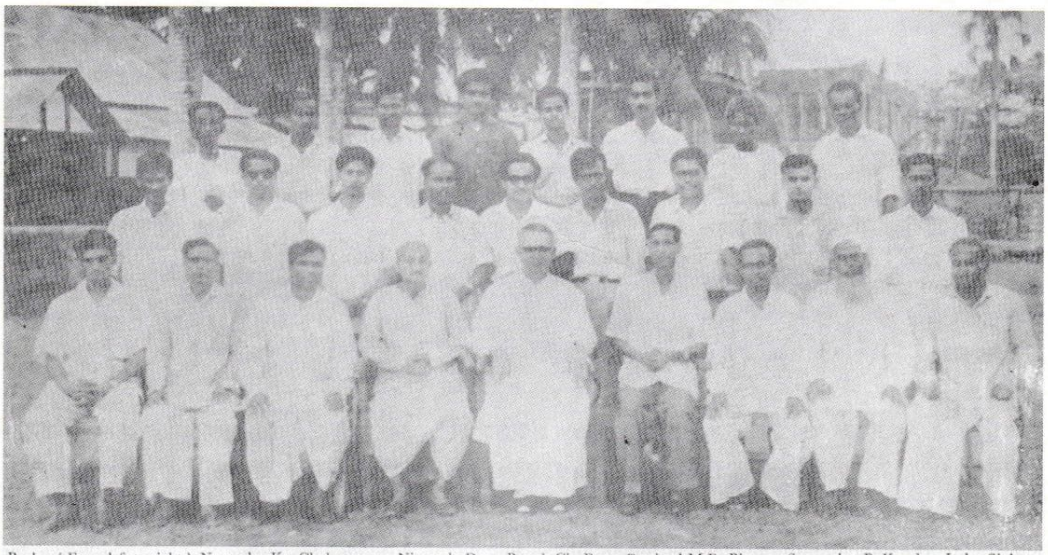

Back : (From left to right) Nagendra Kr. Chakravarty ; Nirapada Das ; Paresh Ch. Roy ; Raphael M.R. Biswas ; Sourendra P. Kundu ; Indra Sinha ; Mvi. Mohibullah ; Abu Motleb (Bearer) Middle : Sailesh Ch. Chakravarty ; Md. Abul Hossain ; Nripendra Kr. Deb Nath ; Gurupada Mondol ; Md. Ali Mondol ; Mohiuddin Ahmed ; Birendra Nath Roy ; Amiya Gabriel Mullick ; Abdul Jabbar Khan. Front : Kalyan K. Roy Choudhury ; Sk. Jobed Ali ; Nitya Lal Golder ; Murari Krishna Deb Nath ; (Asst. Hm.) ; Rev. Fr. A.G. Bruno (Hm.) A.F.M.A. Haque (Joint-Asst. Hm.) ; Sk. Jaher Ali ; Fazlul Karim ; Sk. Habibur Rahman. Not pictured : Parimal Ranjan Das ; Sakauddin Ahmed ; Mvi. Moqbul Ahmed. *Photo- 1965*

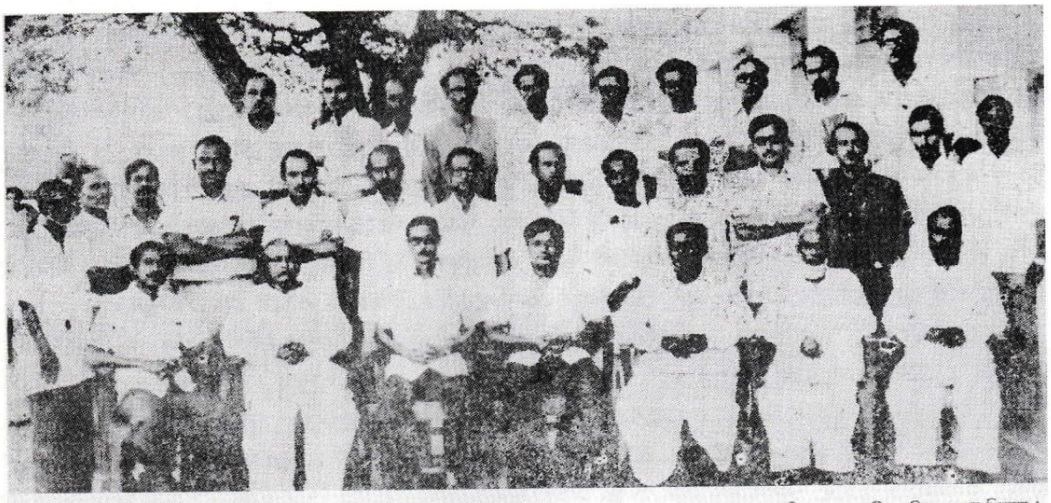

প্রথম সারি (চেয়ারে উপবিষ্ট) ঃ ডান দিক থেকে—মোঃ কে. হোসাইন ; এস. আহমেদ ; এন. জি. গোলদার, সহঃ প্রঃ শিক্ষক ; এ. জি. মল্লিক, প্রধান শিক্ষক ; এ. এফ. এম. আজহারুল হক, সহঃ প্রঃ শিক্ষক ; এইচ. রহমান ; পি. দাশ।

দ্বিতীয় সারি (দণ্ডায়মান) ঃ ডান দিক থেকে—সুনীল (সেবাইত) ; মোঃ নাসিরুদ্দিন ; এম. দত্ত ; এন. রায় ; এ. হাকিম ; গুরুদাস রায় ; এ. জব্বার ; অশোক মণ্ডল ; পি. দাস ; এ. সাহা ; এম আলী ; জন (সেবাইত) ; দেবেন, (দারোয়ান) ; দলিলউদ্দিন, (নৈশ প্রহরী)।

তৃতীয় সারি (দণ্ডায়মান) ঃ ডান দিক থেকে—বীরেন রায় ; মোঃ একরামুল হক ; জে. বিশ্বাস ; এস. ইসলাম ; পি. রায় ; পি. সরকার ; এ. আহমেদ ; জি. হাওলাদার ; আলবার্ট এ. অধিকারী (করণিক) ; জে. সরকার। ছবি– ১৯৭৮ সাল

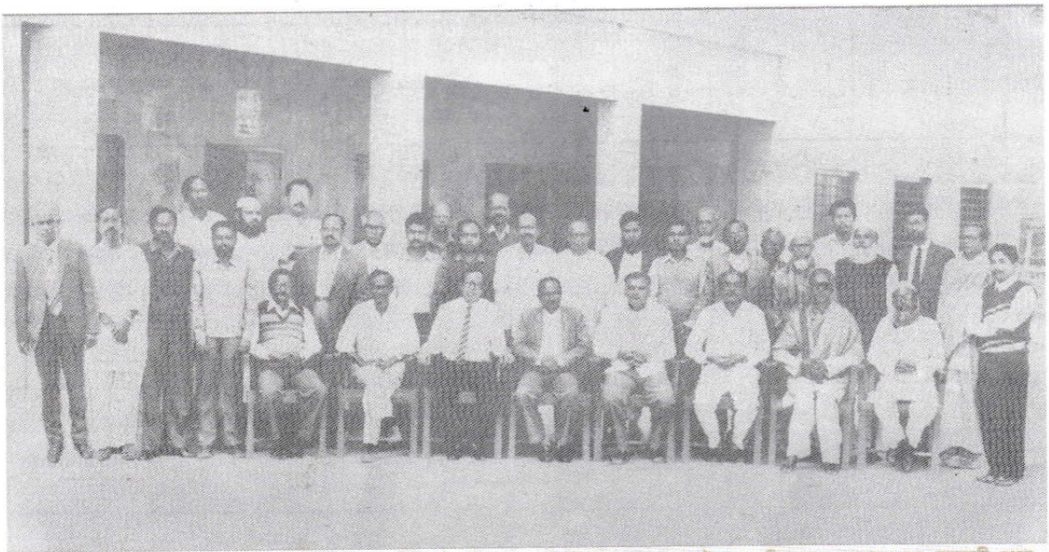

চেয়ারে উপবিষ্ট (বাম দিক থেকে) ঃ মিঃ অমিয় রঞ্জন দাস, মিঃ নিরাপদ দাস, মিঃ সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, মিঃ মোঃ একরামুল হক (সহকারী প্রধান শিক্ষক) মিঃ এ. জি. মল্লিক (প্রধান শিক্ষক), মিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায়, মিঃ মোঃ নাসির উদ্দিন, মিঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম

মধ্যসারিতে দণ্ডায়মান (বামদিক থেকে) ঃ মিঃ গজিরেল হাওলাদার, মিঃ বিমল কৃষ্ণ মণ্ডল, মিঃ প্রেম চাঁদ সরকার, মিঃ এস. এম. মনিরুজ্জামান, মিঃ জলধর সরকার, মিঃ শেখ মোঃ জহুরুল হোসেন, মিঃ অজয়েন্দু রঞজিত মণ্ডল, মিঃ অজিত কুমার সাহা, মিঃ মোঃ আব্দুল হাকিম, মিঃ আলবার্ট অজিত অধিকারী, মিঃ গুরুদাস রায়, মিঃ আজিম উদ্দিন আহমেদ, মিঃ মোঃ আব্দুস সত্তার,

পশ্চাৎ সারিতে দণ্ডায়মান (বামদিক থেকে) ঃ মিঃ কাজী মাশ্কুর রহমান, মিঃ মোঃ অহিদুল্লা, মিঃ নারায়ন রঞ্জন রায়, মিঃ যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মিঃ মল্লিক চন্দ্র দত্ত, মিঃ অবিনাশ কুমার দাস, মিঃ কাজী মতিউর আলম, মিঃ আব্দুল জব্বার খান, মিঃ এস. এম. মতিউর রহমান, মিঃ জোবায়দুল সরকার, মিঃ কাজী শহীদুল ইসলাম, মিঃ গুরেশ চন্দ্র রায়, মিঃ অতীন মজুমদার। ছবি– ১৯৯৩ সাল

আশি এর দশক ও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থায় যথেষ্ট অস্থিরতা ছিল। অসহযোগ, অবরোধ, হরতাল, সামরিক শাসনসহ নানা রকম অস্থিরতা বিরাজ করছিল। উন্নয়নের পথে অনেক অন্তরায় ছিল। কিন্তু জোসেফিয়ানদের অগ্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। এ সময় তারা জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে তাদের শিরোপা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশের হারও কোন কোন বছরে ৯৮% অতিক্রম করেছে। এ সবই ছিল ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সুফল ও পরিচালনা পরিষদের সার্বিক দিক নির্দেশনা।

বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রধান শিক্ষক এ জি মল্লিক সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদটি পূরণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্য মনোনীত হওয়ায় কর্মরত সিনিয়র শিক্ষক মোঃ একরামুল হককে অষ্টম সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ০১/০১/১৯৮৩ সালে নিয়োগ দেয়া হয়। যা সরকারিভাবে স্বীকৃত।

দায়িত্ব প্রাপ্তির পর থেকেই পাঠদান কার্যক্রম, শৃংখলা রক্ষা ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনি নিরলস শ্রম দিয়ে গেছেন। মিষ্টভাষী ও মার্জিত এ মানুষটিই ছিলেন অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা।

আশির দশকে মাত্র চার জন শিক্ষক অত্র বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ০১/০২/১৯৮৩ সালে যোগদান করেন আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ কামিল (হাদিস) ও কাজী মাগফুর রহমান। ০১/০৩/১৯৮৫ সালে যোগদান করেন কাজী মহিউল আলম (মিহিন স্যার)। যোগদানের পর সকলেই স্বীয় দায়িত্বে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ২২/০৯/১৯৮৮ সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন আলফ্রেড রনজিৎ মন্ডল। নব্বই এর দশকে দুজন সহকারী শিক্ষক যোগদান করেন। ০১/০১/১৯৯১ সালে সেখ মোঃ ছরোয়ার হোসেন এবং ০১/০১/১৯৯৫ সালে গৌরপদ রায়। ১৯৯৫ সালে বীরেন্দ্রনাথ রায় সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের নবম সহকারী প্রধান শিক্ষক। নব্বই এর দশকে আর কোন শিক্ষক যোগদান করেন নি। সহকারী প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ রায় এর আচরণ ছিল সর্বদাই বন্ধু সুলভ। কাউকে সহজে গ্রহণ করাই ছিল তার স্বভাব। তিনি ছিলেন লেখক ও সুসাহিত্যিক, উদারচিত্ত, অনুসরণীয় এক ব্যক্তিত্ব। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বিরামহীন শ্রম দিয়ে গিয়েছেন। যার ফলে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র সংখ্যা ১৬০০ তে উন্নীত হয়েছে। এভাবে উন্নয়নের অভিযান অব্যাহত থাকে। সময় পেরিয়ে ২০০০ সাল স্পর্শ করে। ২০০০ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বহু নতুন শিক্ষক যোগদান করেছেন। বর্তমানে কর্তব্যরত শিক্ষকদের তালিকায় তাদের নাম রয়েছে।

২০০০ সালের পরে অনেক নতুন যোগ্য শিক্ষক যোগদান করেছেন সত্য কিন্তু ৬০/৭০ দশকে যে সকল অভিজ্ঞ শিক্ষক যোগদান করেছিলেন তাদের বিদায়ের পালা শুরু হয়ে যায়। চাকুরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকেই অবসর গ্রহণ করেন। অনেকে চাকুরী পরিবর্তন করেন। আবার অনেকেই চাকুরীর মেয়াদেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন জলধর সরকার, মল্লিক চন্দ্র দত্ত, গাব্রিয়েল হাওলাদার।

১৯৭১ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে যিনি ফাদার এ জি ব্রুনোর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে নিবেদিত ক্ষণজন্মা পুরুষটিও এখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। সকল শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এ বার্ধক্য। তাঁর চাকুরী জীবনেও অবসরের ঘণ্টা ধ্বনি বেজে উঠেছে। অবসরের নির্ধারিত সময়ের পরেও তিনি পাঁচ বছর অতিরিক্ত সেবা দিয়েছেন অত্র বিদ্যালয়ে। নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি ভেবেছেন স্কুলকে নিয়ে।

তিনি চলে যাবেন- কিন্তু কার হাতে এ গুরুত্ব দায়িত্ব তুলে দেবেন, ভাবতেই তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠত। বিদ্যালয়ে পুরাতন চারতলা ভবন করেছিলেন ফাদার এ জি ব্রুনো আর তারই সাথে মিলিয়ে নতুন চারতলা ভবন করেছিলেন প্রধান শিক্ষক এ জি মল্লিক। বিশপ মাইকেল এ ডি রোজারিও অর্থায়নে সহযোগিতা দিয়েছিলেন। টিনের ঘরে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ থেকে মুক্ত করে আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। বিদ্যালয়ের সকল কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শতাধিক বৈদ্যুতিক ফ্যান তাঁর সময় ঝুলানো হয়। তাঁর আমলেই সকল শ্রেণিকক্ষে প্রথমবারের মত সাউন্ড সিস্টেম চালু হয়েছিল। তিনি বিদ্যালয়ে সাইকেল চালিয়ে আসতেন সবার আগে, যেতেন সবার পরে। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মধ্যেই ছিল তাঁর চিত্তবিনোদন। কমল ও কঠোরতা মিশ্রিত স্বভাবের মানুষটি কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীবৃন্দ তাঁদের সার্বিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এ সময়ের সকল শিক্ষক কর্মচারী ও বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই এ ঐতিহ্য ও গৌরবের অংশীদার। কর্মজীবনের সময় শেষ প্রান্তে। মায়া, মমতা, ভালবাসা যতই থাকুক না কেন এ কর্মস্থল তাকে ত্যাগ করতেই হবে। বিধি মোতাবেক তিনি বিশপ মহোদয়সহ শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রদের আশীর্বাদ নিয়ে ৩০/০৬/২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তার ৩২ বছরের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে ইতি টানেন। তাঁর প্রতি সকলেই কৃতজ্ঞ। বিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়।

১৯৭৪ সালে অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এ সালেই বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল মুরারী কৃষ্ণ দেবনাথ ও আলহাজ্ব মোঃ ফজলুল করিম সাহেবকে।

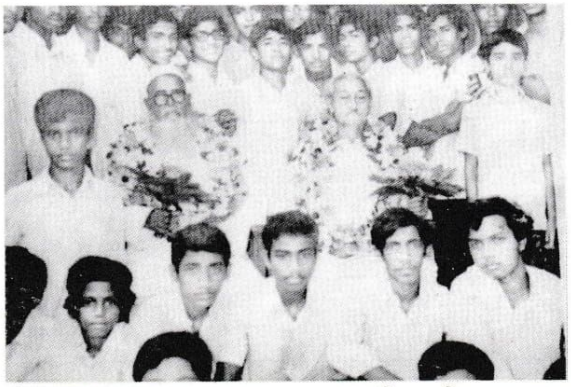

শিক্ষকদের সাথে প্রথম ফেয়ারওয়েল এর গ্রুপ ছবি। - ছবি- ১৯৭৪ সাল

মিঃ এ জি মল্লিক প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ০১/০৭/২০০২ সালে বীরেন্দ্রনাথ রায়। স্বল্প সময় হলেও তিনি যথাযথ ভাবে এ গুরু দায়িত্ব পালন করে স্থায়ীভাবে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। ইতোমধ্যে ডি ডি মহোদয় আলিমুজ্জামান সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে সকল কার্যক্রম সুচারুভাবে সুসম্পন্ন হওয়ায় ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে এটি ছিল তার যোগ্যতার বড় স্বীকৃতি। তিনি ৩১/০৮/২০০২ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাদশতম প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)।

০১/০৯/২০০২ সালে বিধি মোতাবেক প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন বর্তমান প্রধান শিক্ষক আলফ্রেড রণজিৎ মণ্ডল। দীর্ঘ ৩২ বছরের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক মি এ জি মল্লিকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার নয় বরং চ্যালেঞ্জ। কর্ণধার হলেন প্রধান শিক্ষক আর কান্ডারী হলেন সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ। সহকারী প্রধান শিক্ষকদ্বয় একরামুল হক ও বীরেন্দ্রনাথ রায় এর ভূমিকা ছিল অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়।

পরিবর্তন শুধু একটি ক্ষেত্রেই নয়। প্রধান শিক্ষকের পদে পরিবর্তন, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বিদায়, নতুন শিক্ষকদের আগমন, শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রেডিং সিস্টেম প্রবর্তন, সৃজনশীল পদ্ধতির আগমন, এস বি এ পদ্ধতি চালু হওয়া, সামাজিক পরিবেশে রুক্ষতা সব মিলিয়ে একটি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। পরিচালনা পরিষদও বিচক্ষণতার সাথে এসময় দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন। নবীন শিক্ষকদের সাথে যুক্ত হয় চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন শিক্ষক। জনবল কাঠামো আইনের কারণে শিক্ষক সংকট কাটিয়ে উঠতে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। বর্তমানেও সাত জন খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন। নিজের আন্তরিক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম, সহকর্মী শিক্ষকদের আন্তরিক সহযোগিতায় বর্তমান প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম হন।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে। নগরায়নের ফলে নগরের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। খেলাধুলা ও অনুশীলনের জায়গার স্বল্পতা দেখা দেয়, ফলে খেলাধুলার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজস্ব চিন্তার পরিবর্তন ঘটান। বিশৃংখলা এড়াতে ফুটবল খেলায় অঞ্চল পর্যায়ের উপরে না যেতে সমীচীন মনে করেন। তবে সংযুক্ত হয় ক্রিকেট খেলা, প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালে গণিত ও বিজ্ঞান ক্লাব। ২০০৫ সালে বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও সি এস সি ডি ডি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় অন্তবর্তীকালীন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন অত্র বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি রেভাঃ ফাদার জেমস্ রমেন বৈরাগী।

০৭/০৫/২০০৫ সালে মোস্টঃ রেভাঃ বিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ও এম আই ডি ডি বিদ্যালয়ের ৪র্থ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি বিদ্যালয়ের সামগ্রিক মান বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি অভিভাবক সমাবেশ তথা শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিকর্মকাণ্ডের জন্য বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব প্রান্তে একটি বিশাল অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ করেন। যা ফাদার এ জি ব্রুনো এস এক্স অডিটোরিয়াম নামে পরিচিত। এ অডিটোরিয়াম নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বর্তমান প্রধান শিক্ষকই তাঁকে অডিটোরিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ০৪/০১/২০০৭ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ একরামুল হক অবসর গ্রহণ করেন। আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ আব্দুস ছাত্তার সাহেব ও তার পূর্বে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। উভয়কে একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়।

সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব একরামুল হক ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক
মাওলানা আব্দুস সাত্তার এর বিদায় সংবর্ধনা। ছবি- ২০০৭

১২/০৫/২০০৮ সালে রেভাঃ ফাদার যাকোব এস বিশ্বাসকে অত্র বিদ্যালয়ের রেক্টর মনোনীত করা হয়। স্কুলের কার্যক্রমে নতুন গতি সংযোজিত হয়। ২০০৮ সালেই শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় ENGLISH CLUB, যার মূল দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী শিক্ষক স্বর্ণ কমল রায়। সাংস্কৃতিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বছর ২০০৮ সাল। এর দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী শিক্ষিকা আনোয়ারা খাতুন। তৎকালীন বিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ-ও এম আই ডি ডি অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বহুমুখী চিন্তার অধিকারী। বিশ্বভ্রমণের বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা নিয়ে তিনি তাঁর পরিমন্ডলে বহুবার পরামর্শ সভা করেন। অবশেষে তিনি অনুধাবন করেন বিদ্যালয় প্রাইভেটাইজেশন না করলে বিদ্যালয়ের অধিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি ২০০৬ সালে প্রাইভেটাইশনের ঘোষণা দিলেন। এর পর থেকে যত শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে তাদেরকে MPO ভূক্ত করা হয়নি। স্কুল থেকে তাদের ব্যয় বহন করা হচ্ছে। বর্তমানে NON M P O শিক্ষকের সংখ্যা ১৪ জন।
০৫/০১/২০০৭ সাল থেকে ৩১/০৮/২০০৮ সাল পর্যন্ত সহকারী প্রধান শিক্ষকের দুটি পদ শূন্য ছিল। ০১/০৯/২০০৮ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষকের দুটি পদ পূর্ণ হয়। সেখ মোঃ ছরোয়ার হোসেন ও নিলু রীটা তালুকদার এর মাধ্যমে। তারা উভয়ই অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে সেখ মোঃ ছরোয়ার হোসেন দশম সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং নীলু রীটা তালুকদার হলেন একাদশতম সহকারী প্রধান শিক্ষক।

উভয় সহকারী প্রধান শিক্ষক স্বীয় দায়িত্বে খুবই সচেতন। সকল সমস্যার সমাধান নিয়েই যেন বসে আছেন সেখ মোঃ ছরোয়ার হোসেন। বিদ্যালয় পরিচালনায় তার সুনিপুন দক্ষতা বিদ্যালয়ের শৃংখলা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। অভিভাবকগণ তাঁর সুমিষ্ঠ আশাব্যঞ্জক ব্যবহারের জন্য তার সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

মোস্টঃ রেভাঃ বিশপ বিজয় এন. ডি. ক্রুজ-ও এম আই ডি ডি ২০১১ সালে অন্যত্র বদলি হয়ে যান। তার পরিবর্তে সভাপতি হিসেবে ১৫/০৬/২০১২ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন MOST. REV. BISHOP JAMS ROMEN BOIRAGI। তিনি অত্র বিদ্যালয়েরই একজন প্রাক্তন ছাত্র। সুন্দর পরিপাটি স্বীয় প্রাণপ্রিয় বিদ্যালয় যেখানে তিনি অধ্যয়ন করেছেন সে বিদ্যালয়েরই আজ তিনি সভাপতি। নিঃসন্দেহে এটি মহা গৌরবের বিষয়।

সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা, ভক্তি, দায়িত্ববোধ কেমন হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। বিদ্যালয়ের পাঠদান, শৃংখলা, পরিচ্ছন্নতা সহ সকল ক্ষেত্রে তিনি তার বিশ্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের বছরেই বিদ্যালয়ের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল শত ভাগে উন্নীত হয়। শিক্ষার্থীদের এ প্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমান প্রধান শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় বিশপ মহোদয়ের অর্থায়নে পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ফাদার এ জি ব্রুনো অডিটোরিয়ামের উপরে ২য় তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। ঐ ভবনেই বিদ্যালয়ের সকল মাল্টিমিডিয়া ক্লাশগুলো হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে এ ভবনেই নটরডেম কলেজ ঢাকা এর ন্যায় অনুরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা কর্তৃপক্ষের রয়েছে।
বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষকবৃন্দের কর্তব্য নিষ্ঠা খুলনা মহানগর বাসীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসংখ্যা সতের শত অতিক্রম করেছে। তদুপরি অভিভাবক মহলের অনুরোধে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ২০১৪ সালে তৃতীয় শ্রেণিতে ২০১৫ সালে ৪র্থ শ্রেণিতে একটি করে নতুন শাখা বৃদ্ধি করে নগরবাসীর আবেদনের প্রতি কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ২০১৬ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে আরেকটি নতুন শাখা চালু করা কর্তৃপক্ষের চিন্তাধীন রয়েছে।

২০১৪ সালে ভিকার জেনারেল হয়ে ফাদার যাকোব এস বিশ্বাস অন্যত্র বদলী হওয়ায় ০১/০১/২০১৫ সালে বিদ্যালয়ের রেক্টর হিসেবে যোগদান করেন ফাদার মার্টিন মন্ডল। তিনিও অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। নিজের পঠিত বিদ্যালয়ে রেক্টর এর দায়িত্ব পেয়ে সর্বক্ষণই তিনি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম মনিটরিং করে যাচ্ছেন। তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের শৃংখলা ও পরিচ্ছন্নতার নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। রেক্টর মহোদয়ের অনুপ্রেরণা ও প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতা ও শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডিবেটিং ক্লাব সক্রিয় হয়ে উঠে। এর দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী শিক্ষক হিমাংশু কুমার গোলদার। আঞ্চলিক পর্যায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সেন্ট জোসেফ্স স্কুল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৫ সালের মিনা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ডিবেটিং এ আমাদের স্কুল 'খ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৪ সালে অত্র বিদ্যালয় সম্মিলিত গ্রুপে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায়ও চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৫ সালে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় আমাদের বিদ্যালয় রানার্স আপ হয়।

রেক্টর ফাদার মার্টিন মণ্ডল একজন সৎ, সাহসী ও নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি সকল চ্যালেঞ্জ গ্রহণেও প্রস্তুত। সভাপতি মহোদয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় রেক্টর মহোদয়ের দূরদর্শিতা, প্রধান শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতা, শিক্ষকবৃন্দের কর্তব্যনিষ্ঠায়, ছাত্র ও অভিভাবকের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পাশের হার শত ভাগ অব্যাহত রেখেই উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্য ও গৌরবের ৭৫ বছর।